মেহেরপুরের ১০টি হারানো মোবাইল উদ্ধার করে মালিকদের হাতে তুলে দিেলো পুলিশ

তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় সনাক্ত করে মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থান থেকে হারিয়ে যাওয়া ১০টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের কাছে বুঝিয়ে দিলো মেহেরপুর পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে মোবাইল ফোন মালিকদের হাতে মোবাইল গুলো তুলে দেন পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম।

এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মোবাইল গুলো ফেরত পেয়ে মোবাইলের মালিক জেলা পুলিশ ধন্যাবাদ জানিয়েছে।

মুজিবনগরে স্কুল পর্যায়ে শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ৫০তম বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা- ২০২২এর প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল ১১ টার সময় মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা শিক্ষা অফিসার মামুনুর রশিদ, উপজেলা একাডেমিক

সুপারভাইজার হাসনাইন কবির, মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইজারুল ইসলামসহ উপজেলার স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকবৃন্দ।

প্রস্তুতি সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ১৭ই জানুয়ারি থেকে ২০ই জনুয়ারি প্রর্যন্ত চার দিনব্যাপী বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে উপজেলার ২১টি স্কুল-মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

অপারেশনের ২০ বছর পর বাচেনার পেট থেকে বের করা হলো কাঁচি

অস্ত্রোপচারের পর পেটে সার্জিক্যাল আর্টারি রেখে দেন চিকিৎসক। এভাবে চলে দীর্ঘ ২০ বছর।

অবশেষে বাচেনা খাতুনের পেট থেকে সোমবার দুপুর ১২টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সেই সার্জিক্যাল আরটারি অপসারণ করা হয়েছে।

নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সার্জারি সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা. ওয়ালিউর রহমান নয়ন। তার তত্ত্বাবধায়নে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বাচেনা খাতুন। বাচেনা খাতুন চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা ইউনিয়নের হাপানিয়া গ্রামের আব্দুল হামিদের স্ত্রী।

এর আগে গত ৩ জানুয়ারি দেশের শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যমে অসুস্থ বাচেনা খাতুনকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এরপর থেকে মেহেরপুর স্বাস্থ্য বিভাগে হইচই পড়ে যায়। পরে বিষয়টি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয়।

৪ জানুয়ারি চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের নারী সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি হন বাচেনা খাতুন। এরপর থেকে পেটের যন্ত্রণা বেড়ে যায় আরও বেশি। ডায়াবেটিস পরীক্ষাসহ খাবার কিনতে কিনতে একেবারে নিঃস্ব তিনি।

২০ বছর আগে মেহেরপুরের গাংনীর রাজা ক্লিনিক থেকে অপারেশন করা হয়েছিল বাচেনা খাতুনের পিত্তথলির পাথর। সেই ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ সব খরচ বহনের আশ্বাস দিয়েছেন বাচেনা খাতুন ও তার পরিবার। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিকসের কারণে অস্ত্রোপচার বার বার পিছিয়ে যাচ্ছিল। আজ ডায়াবেটিকস পরীক্ষার পর দুপুর ১২টার দিকে অস্ত্রোপচার শুরু হয়। দুপুর সোয়া একটার দিকে তার অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সার্জারি কনসালটেন্ট (সিনিয়র) ডা. ওয়ালিউর রহমান বলেন, ৪ জানুয়ারি থেকে বাচেনা খাতুনকে আমরা নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছি। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিকসের জন্য অস্ত্রোপচার পিছিয়ে যাচ্ছিল। ডায়াবেটিক নিয়ন্ত্রণ থাকায় আজ তার অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। তার পেট থেকে সার্জিক্যাল আর্টারি আপসারণ করা হয়েছে।

বাচেনা খাতুনের স্বজনেরা বলেন, দীর্ঘ ২০ বছর যাবত বাচেনা খাতুন কষ্ট করে গেছেন। অপারেশনের পর থেকেই শুরু হয় তীব্র ব্যথা। ক্লিনিক কর্তৃপক্ষকে জানালেও তারা গুরুত্ব দেননি। চিকিৎসা করতে গিয়ে হতে হয়েছে নিঃস্ব। চিকিৎসকের ভুলের খেসারত দিতে হয়েছে দীর্ঘ ২০ বছর। তাকে চিকিৎসা প্রদানসহ ক্ষতিপূরণের দাবি করেন পরিবারের সদস্যরা। পরে রাজা ক্লিনিকের সত্বাধিকারি ডা.পারভিয়াস হোসেন রাজা ভুক্তভোগীর চিকিৎসার সব দায়িত্ব নেন।

উল্লেখ্য, সহায়-সম্বল বিক্রি করে ২০০২ সালের ২৫ মার্চ মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাজা ক্লিনিকে পিত্তথলির পাথর অস্ত্রোপচার করিয়েছিলেন বাচেনা খাতুন। অস্ত্রোপচার করেছিলেন সার্জারি বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মিজানুর রহমান। তার সঙ্গে সহকারী হিসেবে ছিলেন রাজা ক্লিনিকের পরিচালক ডা. পারভিয়াস হোসেন রাজা ও অ্যানেস্থেসিয়া করেন ডা. তাপস কুমার।

অস্ত্রোপচারের এক সপ্তাহ পর বাচেনা খাতুনকে প্রেসক্রিপশন দিয়ে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। কিন্তু সুস্থ হতে পারেননি বাচেনা খাতুন। পেটের ব্যথা নিয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় বছরের পর বছর ডাক্তারের কাছে ছুটেছেন তিনি। খুইয়েছেন অর্থ-সম্পদ। অবশেষে ২০-২৫ দিন আগে রাজশাহীর একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এক্স-রে করালে পেটে কাঁচির সন্ধান পাওয়া যায়। এটিকে মূলত মেডিকেলের ভাষায় সার্জিক্যাল আরটারি বলা হয়। এ নিয়ে এলাকায় হইচই পড়ে।

অস্ত্রোপচারের সময় পেটের মধ্যে সার্জিক্যাল আরটারি রেখেই সেলাই

করে দিয়েছিলেন চিকিৎসক। পুনরায় ডা. রাজার শরণাপন্ন হলে তিনি ঠিক হয়ে যাওয়ার কথা বলে ফেরত পাঠান। চিকিৎসকের কাছে পাত্তা না পেয়ে বাচেনার পেটের যন্ত্রণা বাড়তেই থাকে। পরে আবার ডা. রাজার সঙ্গে দেখা করেও কোনো লাভ হয়নি। পরে সুস্থ হতে বিভিন্ন এলাকার চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নেন বাচেনা খাতুন। ১০ কাঠা জমি বিক্রি করে পিত্তথলির পাথর অপারেশনের পরও বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা নিতে বিক্রি করতে হয় সংসারের শেষ সম্বল দুটি গরু।

এদিকে ৫ জানুয়ারি অস্ত্রোপচার করা চিকিৎসক ও ক্লিনিক মালিকের বিরুদ্ধে তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুর সিভিল সার্জন জওয়াহেরুল আনাম। কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর গাংনীর সেই রাজা ক্লিনিকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান এই কর্মকর্তা।

চুয়াডাঙ্গায় মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কলেজছাত্র নিহত

চুয়াডাঙ্গায় মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাইদ আফ্রিদি তন্ময়
(২৪) নামে এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছে।

সোমবার সকাল নয়টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় সরোজগঞ্জ বাজারের অদূরে নবীনগর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে , চুয়াডাঙ্গা ঝিনাইদহ মহাসড়কে দুর থেকে আসা পিক-আপের সাইড দিতে যেয়ে মোটরসাইকেলের চাকা পাংচার হয় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে সাইদ আফ্রিদি তন্ময় রাস্তার পাশে থাকা গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে মৃত্যু হয় তার।

সাইদ আফ্রিদি তন্ময় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার চান্দুয়ালী গ্রামের মৃত আব্দুল কুদ্দুস বিশ্বাসের ছেলে। সাইদ আফ্রিদী চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। সরোজগঞ্জ ক্যাম্প পুলিশের উপপুলিশ পরিদর্শক তাইফুজ্জামান বলেন,

সকালে চুয়াডাঙ্গা থেকে মোটরসাইকেলযোগে ঝিনাইদহ যাচ্ছিলেন সাইদ। নবীননগর পৌঁছালে তার মোটরসাইকেলের সামনের চাকা পাংচার হয়ে যায়। এতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। কোনো অভিযোগ না থাকায় আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সুরতহাল প্রদিবেদন শেষে মরদেহ পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

মেহেরপুরে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যা

মেহেরপুরের উপুর্যপুরি কুপিয়ে তোফাজ্জেল হোসেন (৪৮) নামের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে দূর্বৃত্তরা। রবিবার দিবাগত সময় সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের হরিরামপুর গ্রামে দূবৃত্তরা এ ঘটিয়ে লাশ ফেলে রাখে। পরে সোমবার সকাল ১১টার দিকে স্থানীয়দের খবরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে।

নিহত তোফাজ্জেল হোসেন হরিরামপুর গ্রামের উত্তর পাড়ার মৃত বকসার আলীর ছেলে। সে পেশায় ছাগল ব্যবসায়ী এবং মাঝে মধ্যে ঘটকের কাজ করেন। ছাগল ব্যবসার টাকা এবং ঘটকের জের ধরে বিরোধীতাসহ কয়েকটি এ দুটি ক্লু’কে সামনে নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে পুলিশের একাধিক সূত্রে জানা গেছে।

নিহতের স্ত্রী মনিতাজ খাতুন জানান, তার স্বামী একজন ছাগল ব্যবসায়ী। দুপুরে কুলবাড়িয়া গ্রামে তার মামার বাড়ি বেড়াতে যায়। সেখান থেকে ফিরে এসে রাত ৯ টার দিকে ঐ গ্রামের শরিফ উদ্দীনের বাড়িতে একটি সালিসে যান তোফাজ্জেল হোসেন। এ সময় তার কাছে ৫০ হাজার টাকাও ছিলো। শরিফ উদ্দীনের মেয়ের বিয়ের ঘটকালি করেছিলেন তিনি। তারপর থেকেই তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভোরে আজ সকাল ১১ টার দিকে গ্রামের উত্তর পাড়ার মাঠে তার লাশ দেখতে পেয়ে এলাকাবাসী পরিবারকে খবর দেয়। থবর পেয়ে মেহেরপুরের সহকারী পুলিশ সুপার অপু সরোয়ার, সদর থানার ওসি শাহ দারা খানসহ পুলিশের একাধিক টিম ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মরদেহর পুরো মুখে এমন ভাবে কোপানো হয়েছে যে দেখার মত নেই। ধারণা করা হচ্ছে দূর্বৃত্তরা মৃত্যু নিশ্চিত করে ঘটনাস্থলেই লাশ ফেলে গেছে। মেহেরপুর সহকারী পুলিশ সুপার অপু সরোয়ার বলেন, নিহতের মাথায়, কপালে, থুতনিসহ মুখমন্ডলে অনেক আঘাতের চিহ্ণ রয়েছে। পুর্বশত্রুতার জের ধরে হত্যার ঘটনা ঘটতে পারে। তবে তদন্ত শেষে বিস্তারিত বলা যাবে।

মেহেরপুরে কালের কন্ঠের যুগপূর্তি পালন

কালের কন্ঠের যুগপূর্তি পালন উপলক্ষে মেহেরপুরে কেক কাটা ও আলোচনার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমীর হলরুমে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ শফিউল ইসলাম সরকার, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর সরকারী কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুক্তিযুদ্ধের গবেষক আব্দুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু, কালের কন্ঠের সুভ সংঘের জেলা কমিটির সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপ

ক নুরুল আহমেদ, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমীর সম্পাদক সাঈদুর রহমান, অরণি থিয়েটারের সভাপতি নিসান সাবের।

ইত্তেফাকের জেলা প্রতিনিধি মাহবুব চান্দুর সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ প্রতিদিনের জেলা প্রতিনিধি মাহবুবুল হক পোলেন, বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কমের জেলা প্রতিনিধি জুুলফিকার আলী কানন, সময়ের আলো জেলা প্রতিনিধি তোহিদ উদ দৌলা রেজা, প্রথম আলো জেলা প্রতি

নিধি আবু সাঈদ, আমাদের সময়ের প্রতিনিধি ফারুক হোসেন, কালের কন্ঠের শুভ সংঘের জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সোহাগ প্রমুখ।

আলোচনা শেষে অতিথিবৃন্দ কেক কাটেন।

মেহেরপুর ডিবি পুলিশের অভিযানে পলাতক আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে অভিযান চালিয়ে রহিম মিয়া (৫৪) নামের পলাতক এক ডাকাতকে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল।

রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। রহিম মিয়া মেহেরপুর সদর উপজেলা পিরোজপুর গ্রামের পশ্চিমপাড়ার মৃত চান্দু মিয়ার ছেলে।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের এসআই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে এসআই সুলতান, এসআই হাবিবুর রহমান, এএসআই আহসান হাবীব সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সদর উপজেলার বারাদি বাজার এলাকায় অভিযান চালায়।

এ সময় মেহেরপুর সদর থানার মামলা নং-১৩,তারিখ ০৮/০১/২০২২ইং ধারা ৩৯৫/৩৯৭ পেনাল কোড এর পলাতক আসামি ডাকাত রহিম মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে আরও তিনটি মামলা বিচারাধীন আছে।

মেহেরপুর পাসপোর্ট অফিসে এক

দালালের এক মাস কারাদন্ড

অনৈতিক উপায়ে জালিয়াতির অভিযোগে মিনারুল ইসলাম (৩৬) নামের পাসপোর্ট অফিসের এক দালালকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডাদেশ দিয়েছেন ভ্রাম্যামান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সদর উপজেলা সহকারী কশিমনার (ভূমি) মো: আবু সাঈদ।

দন্ডাদেশপ্রাপ্ত মিনারুল ইসলাম চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার খোরদ গ্রামের সোনাউল্ল্যাহ মন্ডলের ছেলে।

আজ রোববার (৯ জানুয়ারী) বেলা আড়াইটার দিকে মেহেরপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস চত্ত্বরে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে দন্ডাদেশ দেন তিনি।

ভ্রাম্যামাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মো: আবু সাঈদ জানান, অনৈতিক উপায়ে জালিয়াতি করার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এ মিনারুল ইসলামকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে।এসময় জেলা গোয়েন্দা পুলিশ ডিবির পরিদর্শক জুলফিকার আলী, উপপরিদর্শক হাবীবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বেলা ১ টার দিকে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) একটি দল উপপরিদর্শক অজয় কুমার কুন্ডর নেতৃত্বে মেহেরপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে অভিযান চালিয়ে তাকে ৪ টি পাসপোর্টসহ আটক করেন।

ডিবি পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই)অজয় কুমার কুন্ডু জানান, মেহেরপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে এক দালালঅবস্থান করছেন এমন সংবাদের ভিত্ত্বিতে তাকে আটক করা হয়।আটকের পর তার কাছ থেকে ৪ টি পাসপোর্ট উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া তা মোবাইল ফোনের ম্যাসেঞ্জারে অসংখ্য পাসপোর্টের বিভিন্ন তথ্য উদ্ধার করা হয়েছে।

দন্ডাদেশপ্রাপ্ত মিনারুল ইসলামকে কারাগারে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে বলে জানান তিনি।

মেহেরপুরে ইটভাটা ব্যবসায়ী খোকন হত্যা মামলায় ৬ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুরের গাংনী পৌর শহরের ভিটাপাড়ার ইটভাটা ব্যবসায়ী রেজাউল হক খোকন হত্যা মামলায় ৬জনকে বেকসুর খালাস ও ৬ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করেছে আদালত। অনাদায়ে আরো ৬ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।
রবিবার দুপুরে মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস এ রায় দেন।
সাজাপ্রাপ্ত আসামীরা হলেন, গাংনী থানা পাড়ার আব্দুল মজিদের ছেলে রফিকুল ইসলাম কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার হোসনাবাদ সেন্টার পাড়ার তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে মাহামুদ হাসান ওরফে রিপন ওরফে রবিনহুড, গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া মাইলমারি গ্রামের নয়ন উদ্দিনের ছেলে আব্দুল জব্বার, হিজলবাড়িয়া গ্রামের বারিকের ছেলে বিল্লাল হোসেন, গাংনী পল্লী বিদ্যৎ সাবষ্টেশন পাড়ার আজগর কসাইয়ের ছেলে আব্দুল কাদের, পূর্ব মালসাদহ গ্রামের অহিল উদ্দিনের ছেলে হোসেন আলী ওরফে পিচ্চি হোসেন।
মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১১ সালোর ১৯ অক্টোবর সন্ধ্যার দিকে গাংনী উপজেলার গাংনী ভিটাপাড়া গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে রেজাউল হক খোকন তার নতুন ইটভাটার কাজ শুরু করার জন্য মোটরসাইকেল যোগে বাড়ি থেকে বের হয়। পরে রাতের বাড়ি ফিরতে দেরী হয় তাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর তৎকালীন কমিশনার আলী আজগরের ইটভাটা থেকে ৩শ’ গজ দূরে একটি মেহগনি গাছের ডালে ঝুলন্ত অবস্থায় মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়া হয়। খবর পেয়ে গাংনী থানার পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে এবং পরদিন তার লাশ ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ দাফন করা হয়।
এ ঘটনায় রেজাউল হক খোকনের স্ত্রী হাসিনা বানু বাদী হয়ে ১২ জনের নামে গাংনী থানায় ৩০২/৩৪ ধারা একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ৪। জি আর নং ৫৯৭ /১১। ১২ আসামির মধ্যে ৪ জন আসামি আদালতে ১৬৪ ধারায় দোষ স্বীকার করেন। পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনীর র্যাব-৬ এর এস আই বাবুল মামলা প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলায় মোট ১৬ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন।

মামলার অপর ৬ আসামি আড়পাড়া গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে আখতারুজ্জামান ওরফে বাবু, জালশুকা গ্রামের তাহার উদ্দিনের ছেলে জিয়ারুল, আড়পাড়া গ্রামের লাল চাঁদের ছেলে মজনু, মালসাদহ গ্রামের ইউসুফ আলীর ছেলে আবুল কালাম, হাড়িয়াদহ গ্রামের নুর ফকিরের ছেলে খাজা এবং সানঘাট গ্রামের ওয়াদুদ আলীর ছেলে আবুল কালাম ওরফে শান্তর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাদেরকে বেকসুর খালাস প্রদান করেন।

মামলার রাষ্ট্রপক্ষের অতিরিক্ত পিপি কাজি শহীদুল হক এবং আসামিপক্ষে মিয়াজান আলী, ইব্রাহিম শাহীন, শফিকুল আলম এবং রমজান আলী কৌশলী ছিলেন।

মেহেরপুরে সকল জাকের বৃন্দের মানববন্ধন

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর হোগলবাড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সেলিম চৌধুরী এবং মাদক ব্যবসায়ী তপন চৌধুরীর নেতৃত্বে বিশ্ব ইসলামের আর্দশের শ্রেষ্ঠত্বের অন্তর্ভুক্ত দরবারে রেসালাতে মোজাদ্দেদিয়া চরদিয়া পাক দরবার কল্যাণপুর দৌলতপুর কুষ্টিয়ায় হামলা ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের প্রতিবাদে মেহেরপুরে সকল জাকের বৃন্দের আয়োজনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা মুরুব্বি তাহাজুল ইসলামের নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন উপস্থিত ছিলেন,সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম, শহর মুরুব্বি মিজানুর রহমান, মিজান,সেন্টু রহমান, সিদ্দিক আলী সহ প্রমূখ।